দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 17 MAY 2012
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অনির্বাচিত উপাচার্য

তিয়াত্তরের অধ্যাদেশ অনুযায়ী পরিচালিত দেশের শীর্ষস্থানীয় চার বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারের পছন্দের চার উপাচার্য অনির্বাচিত ও অবৈধ উপায়ে নিযুক্ত রহিয়াছেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এক যুগের বেশি সময় ধরিয়া উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন হয় না। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচিত উপাচার্য নাই দুই দশক ধরিয়া। জাহাঙ্গীরনগর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান অনির্বাচিত উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করিতেছেন যথাক্রমে চার ও তিন বছর ধরিয়া। এই পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন সংক্রান্ত হাইকোর্টের সাম্প্রতিক রুল এই অঙ্গণতান্ত্রিকতার প্রসঙ্গটি জনগুরুত্ব পাইয়াছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভা আহ্বান করিয়া তিন সদস্যবিশিষ্ট উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনে পদক্ষেপ গ্রহণে কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা কেন বেআইনি ঘোষণা করা হইবে না, তাহা জানিতে চাহিয়া সোমবার দুই সপ্তাহের সময় বাঁধিয়া দিয়া রুল জারি করিয়াছে হাইকোর্ট। একইসঙ্গে সিনেট সভা ডাকিয়া উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনের জন্য কেন নির্দেশ দেওয়া হইবে না, তাহা জানিতে চাওয়া হইয়াছে। কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা হইলো এই মামলা দায়ের করিয়াছেন সিনেটের ৩০ জন সদস্যের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির বর্তমান সাধারণ সম্পাদক। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্ষমতাসীন নীল দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য।

তিয়াত্তরের অধ্যাদেশ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য অস্থায়ীভাবে উপাচার্যকে নিয়োগ দিলেও 'যত দ্রুত সম্ভব' সিনেট অধিবেশন ডাকিয়া তিন জনের উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন করিবার কথা, যাহার মধ্য হইতে একজনকে সরকার স্থায়ীভাবে নিয়োগ দিবেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের জন্য এই 'যত দ্রুত সম্ভব' সময়সীমা তিন বছরে আসিয়া ঠেকিয়াছে। বলাই বাহুল্য, এই সময়সীমা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ততোধিক প্রমাণিত হইয়াছে। অনেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ঘটনাকে নীল দলের উপাচার্যবিরোধী শিক্ষকদের একাংশের তৎপরতার ফল, অন্য অর্থে, দলীয় কোন্দল বলিয়া সাব্যস্ত করিতেছেন। কিন্তু ইহা নিছক অভ্যন্তরীণ কোন্দলের মতো বিষয় নহে। জাতীয় সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূতিকাগারের প্রশাসনিক পর্যায়ে যদি গণতান্ত্রিক চর্চা না থাকে, জাতির জন্যই অমঙ্গলজনক। জানা গিয়াছে সিনেট নির্বাচনের মাধ্যমে উপাচার্য প্যানেলের দাবি কেবল নীল দলের কয়েকজন শিক্ষকের একক দাবি নহে, ইহার দাবি করিয়াছেন বেশ কিছু সিনেট সদস্য, বিরোধী সাদা দলের শিক্ষকবৃন্দ, সর্বোপরি সাধারণ শিক্ষকবৃন্দও। নানা পর্যায়ে এবং বিভিন্ন সময়ে শিক্ষকরা এই বিষয়ে পদক্ষেপ লইবার জন্য উপাচার্যকে অনুরোধ করিয়াছেন। নীল দলের কয়েকজন শিক্ষক আনুষ্ঠানিকভাবে উপাচার্যকে এই বিষয়ে পদক্ষেপ লইবার অনুরোধ করিয়াছেন। সিনেট সদস্যরা চিঠি দিয়াছেন। শিক্ষক সমিতির সভায় এই বিষয়ে রেজুলেশনও লওয়া হইয়াছে। অন্যদিকে সিনেটের মাধ্যমে উপাচার্য প্যানেল গঠন না করিবার পেছনে নিয়োগপ্রাপ্ত অস্থায়ী উপাচার্যের একমাত্র অবলম্বন ও শক্তি তাহার উপর সরকারের উচ্চপর্যায়ের আস্থা। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রীও এই প্রসঙ্গে বলিয়া দিয়াছেন যে সিনেট অধিবেশন ডাকিয়া উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন করা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দায়িত্ব। সব মিলিয়া পরিস্থিতি এমন দাঁড়াইয়াছে যে সিনেট অধিবেশন ডাকিবার বিষয়টি এড়াইয়া যাওয়া উপাচার্যের জন্য কঠিন হইবে। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিকতা ফিরাইয়া আনিবার পাশাপাশি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও তাহা ফিরিয়া আনা হইবে, ইহাই কাম্য।